২১-০৯-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার প্রতি লাভ (প্রেম) ও রিগার্ড (সম্মান) থাকলে বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতেই থাকবে, মায়ার মরচে দূর হবে"

প্রশ্ন : - এই চৈতন্য বাগানে অনেক ফুল ফোটে-ই না, কুঁড়ি হয়েই থেকে যায় - কেন ?

উত্তর : - কারণ পুরুষার্থে অলসতা, স্মরণের সময়ে তারা নিদ্রিত থাকে। ঘুমিয়ে তারা নিজের সময় নষ্ট করে। যে ঘুমায় সে হারায়। বন্ধ কুঁড়ি থেকে যায়। সদা গোলাপের ফুল হল তারা, যারা হল দেবী-দেবতা ধর্মের অলরাউন্ড পার্টধারী ।

গীত : - এই সময় চলে যাচ্ছে, সময় কারো জন্যই থেমে থাকে না, তাই হে মানব যা করার এখনই করেনে .....।

ওম্ শান্তি। এই কথাটি কে বোঝাচ্ছেন ? বেহদের (অনন্তের) বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চাদের। বেহদের ঘড়িতে এখন কিছু সময় বাকি আছে বা কিছু মিনিট । ঘন্টা নেই, শুধু কিছু মিনিট আছে। যারা সেন্সিবল বাচ্চা, তারা জানে ; নম্বর অনুযায়ী তো আছে তাই না ! গোলাপের ফুলও নম্বর অনুযায়ী হয়। এখানেও গোলাপের ফুল আছে কিন্তু কেউ কেউ আছে বন্ধ কুঁড়ি রূপে, কেউ আছে আধ ফোটা কুঁড়ি। তোমাদের দেবী-দেবতা ধর্ম তো হল সদা গোলাপ সম, সদা অলরাউন্ড পার্টধারী। তোমরা হলে সকল ধর্মের মধ্যে সর্বোচ্চ ধর্মের সদা গোলাপ স্বরূপ। অন্য ধর্মের মানুষ হল নম্বর অনুসারে কেউ চাঁপা, কেউ চামেলী, কেউ টগর, কেউ ধুতরা ফুল। এ হল সর্ব ধর্মের বাগান। কন্যারা জানে সর্বোচ্চ ধর্ম হল দেবী-দেবতাদের। যখন সীজন থাকে না তখন কুঁড়ি থাকে না, ফুলও থাকেনা। (বাবা আজ বাগান থেকে গোলাপের একটি বড় ফুল, একটি ছোট ফুল, একটি আধ ফোটা ফুল, একটি কুঁড়ি, একটি বন্ধ কুঁড়ি, একটি সদ্যোজাত কুঁড়ি .... এমন বিভিন্ন রকমের গোলাপ এনে সন্দলি অর্থাৎ বসার আসনের পাশে রাখলেন) এখন দেখো, কুঁড়ি কোনোটা সদ্যোজাত , কোনোটা আধ ফোটা আছে। কেউ ফুল, কেউ বন্ধ কুঁড়ি। কেউ নিস্তেজ হয়ে পড়ে, একেবারে ফোটেই না। এমনই হয় তাই তো ! তাই বাবা বলেন পুরুষার্থের অভ্যাসে অলস হয়তো না । কুঁড়িই থেকে যাবে তাহলে। কেউ আধ ফোটা হয়ে থেকে যায়, নম্বর অনুসারে। বোঝা যায় কে কি পদ প্রাপ্ত করবে ? সময় খুব কম। ঘড়ি তৈরি করা হয়েছে, ঘড়ির কাঁটা বদল হবে না। যুক্তি দিয়ে এমন তৈরি হয় যাতে প্রমাণ থাকে। এখান থেকে কাঁটা আরম্ভ হয়ে এখন এইখানে পৌঁছেছে। জিরো থেকে আরম্ভ হয়ে বারো তে এসে ঠেকেছে। সুতরাং এই চক্রে সর্বপ্রথম দেবী-দেবতা ধর্ম এসেছে, এখন হল অন্তিম সময়। বাবা যখন আসেন তখন থেকে গোনা হয়।

তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা, সময় নষ্ট কোরো না। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। যত স্মরণ করবে তত বিকর্ম বিনাশ হবে। বিকর্ম তো সবাই করতে থাকে। এমন কেউ ভেবো না যে আমার বিকর্ম হয়না। এত অহংকার যেন কারো না থাকে। বিকর্ম তো গুপ্ত রূপে অনেক হয়। সেই দিকেও অনেক খেয়াল রাখতে হবে। এই ঘড়ি দেখে তোমরা সময় জানতেই পার । মানুষ তো ভাবে কলিযুগ এখন শিশু। একেবারেই ঘোর অন্ধকারে পড়ে আছে তারা। এখন তোমাদের মৃত মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করা উচিত। যে ঘুমায় সে হারায়। অর্থাৎ স্মরণ করার সময়

নষ্ট করবেনা, তা নাহলে মৃতবৎ থেকে যাবে। কেউ তো কুঁড়ি রূপে থেকে যায়। ঝড়ে ভালো ভালো কুঁড়ি ঝরে যায়। ফুলও ঝরে পড়ে, কুঁড়িও ঝরে যায়। তারপরে কাঁটা হয়েই রয়ে যায়। দৈবী বংশে তো আসবে, কিন্তু প্রজা পদে। তোমরা হলেই গোলাপ গাছের ফুল, কিন্তু তাতেই খুশী হয়ে থেকো না। যদিও মানুষ বলে অমুকে স্বর্গে গেছে, কিন্তু কি স্বরূপ হয়েছে ? এরও কারণ আছে তাইনা। এই কথা তো বাচ্চারা বুঝতে পারে, যে যত বাবার অতি সার্ভিসেবল বাচ্চা হবে সে তত অতি প্রিয়ও হবে। এ তো খুব কমন কথা। সুপুত্র, আজ্ঞাকারী, সৎ সন্তানরা মাতা-পিতার প্রিয় সন্তান হয়। মায়া বাচ্চাদের একেবারে অ-সৎ বানিয়ে দেয়। বোধটুকুও থাকেনা যে আমার দ্বারা বিরাট গাফিলতি হচ্ছে। বাবা বলেন যে করবে সে পাবেই। এমন বিকর্ম করবেনা যে সাজা ভোগ করতে হয়। কেউ বিকর্মের সাজা এখানেই ভোগ করে । কর্মভোগ দ্বারা। গর্ভজেলও হল একপ্রকারের কর্মভোগ । খুব সাবধানী হয়ে এসবের হাত থেকে রক্ষা পেতে হবে, মায়া খুব শয়তান, তাই অতি প্রিয় বাবাকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করা উচিত। যেমন লৌকিক পিতা নিজের সন্তানদের চেনেন তেমনই পারলৌকিক পিতাও প্রত্যেকটি সন্তানকে চেনেন। বাবা নিজে বসে বলেন - আমি একমাত্র এই (ব্রহ্মা বাবার) দেহেই আসি। বাচ্চাদের সংখ্যা অনেক। ঝাড় (কল্প বৃক্ষের) বৃদ্ধি হয়। ভগবানের সামনে ভক্তদের ভিড় হবেই। শিবের মন্দিরে এত ভিড় হয়না। এখানে তো তোমরা বোঝো যে কত ভিড় হবে। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন হবে। এইসব কথা বুঝতে বুদ্ধি বিশাল হওয়া উচিত। যথাযথভাবে ভক্তরা যে এত ভক্তি করে, তাদের সামনে স্বয়ং ভগবান এলে কত ভিড় হবে।

তোমরা জানো বাবা আমাদের রাজ যোগের শিক্ষা দিচ্ছেন কিন্তু ঘরে থাকলে বাবার কথা বিস্মৃত হয়ে যায়। এ এমনই বিচিত্র কথা যে সঙ্গে থেকেও বিস্মৃতি হয়। এতখানি লাভ (ভালোবাসা) ও রিগার্ড (সম্মান) থাকে না। মরচে ধরা সূঁচ চুম্বককে আকৃষ্ট করতে পারেনা। যোগ এবং জ্ঞান থাকলে তবেই মরচে দূর হবে, তাতেও পরমাত্মার আশীর্বাদও থাকা চাই তাই না! মায়ার মরচে লেগে আছে, কোনো জিনিসে মরচে থাকলে কেরোসিন তেল ঢালা হয় । আত্মারা তোমাদেরও যোগের দ্বারা মরচে দূর হয়। আত্মা শুদ্ধ হয়ে যায়। তাই বাবা বোঝান - বাচ্চারা, ফুল হয়ে দেখাও। সেই সময় শীঘ্র আসবে যখন তোমরা কারো সামনে বসলেই তাদের সাক্ষাৎকার হবে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার তো অনেকেরই হয়েছে। ডাইরেকন দেওয়া হয় - যাও বি.কে. দের কাছে যাও। ব্রহ্মাও বসে আছেন, ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাও বসে আছে। ভবিষ্যতে অনেকের সাক্ষাৎকার হবে। বাবা সাক্ষাৎকার করান তোমরা ওখানে যাও, আমি এখানে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করছি, এর দ্বারা তোমরা এই পদমর্যাদা প্রাপ্ত করতে পারো। এ হল সেকেন্ডের ব্যাপার । "মন্মনাভব" । আমাকে স্মরণ করো - তাহলে তোমরা সূর্যবংশী হবে। সেখানে হল দৈবী বংশী আর এখানে হল অসুর বংশী। কত ভালোভাবে বোঝান হয়। কোনো জিনিস মিহি করতে ভালো করে পিষতে হয়, তাই না ! বাড়ি তৈরির সময় ফাউন্ডেশন পাকা করতে কত পরিশ্রম করা হয়। বাবাও বলেন যতখানি সম্ভব আমায় স্মরণ করো। শিবপুরী ও বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো। এইরকম নিজের সঙ্গে মনে মনে কথা বলা উচিত। প্রথমে নিজের ভিতরে চিন্তা করে তারপরে কথা বলা উচিত - বোঝানোর জন্যে, তোমাদের তা করতে হবে।

এখন বাচ্চারা এগজিভিশনে বা প্রদর্শনীতে কত পরিশ্রম করে। এ সবই হল বোঝানোর জন্য । শুধু স্লোগান বললে কেউ বুঝবেনা। বাবা বসে বোঝান দেবী-দেবতারা কিভাবে রাজত্ব প্রাপ্ত করেন ? রাজযোগের শিক্ষা কে দিয়েছিলেন ? ভগবানুবাচ - আমি রাজযোগ শেখাই, বলি আমাকে স্মরণ

করো। শিবপুরী ও বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো। এখন প্রদর্শনীতে বাচ্চাদেরও ভালো ভাবে বোঝাতে হবে। মেডিটেশন বিষয়টিও বোঝাতে হবে। আমরাও মেডিটেশন করি। চলতে-ফিরতে বাবাকে স্মরণ করে বাবার সঙ্গে চিটচ্যাট করা হয়। যেমন কোনো প্রোগ্রামে যাওয়ার হলে বুদ্ধিতে কথাটা থাকে আজ অমুকের কাছে যেতে হবে। যেই মাত্র তোমরা কোনো প্রোগ্রাম পাও, তোমাদের বুদ্ধি দৌড়াতে থাকবে। সময় যত কাছে আসবে, তত বুঝবে এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। তোমাদের মনেও এই কথা থাকা উচিত - ব্যস্, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে বাবার কাছে। এই পুরানো দেহ রূপী বস্ত্র ত্যাগ করতে হবে। শিবপুরী যেতে হবে। এই রাবণপুরী ত্যাগ করতে হবে। এই দুনিয়া হল খুবই নোংরা ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। এখন আমরা সঙ্গমে বসে আছি। এ হল আয়রন এজেড শরীর। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করতে থাকলে আত্মারা তোমাদের শিবপুরী নিয়ে যাবো। কৃষ্ণকে তো নিয়ে যাবনা। সুতরাং এইসবই হল বোঝানোর কথা।

এখন বাবা বলেন আমি শিববাবা, আমাকে স্মরণ করো। এখন তোমরা রাজযোগ শিখছ। তোমাদের শিবপুরীতে আসতে হবে, তারপরে বিষ্ণুপুরীতে যাবে। এ কথা বোঝানো তো সহজ তাই না ! শিবপুরী (মুক্তি) থেকে বিষ্ণুপুরীতে (জীবনমুক্তিতে) যেতে হবে। সকলের পিতা হলেন একমাত্র বাবা। মুখ্য এই কথাটি বোঝাতে হবে। বাকি যতই স্লোগান ইত্যাদি তৈরি কর, তাতে কেবল খরচই হয়। চিত্র তো সবই তোমাদের কাছে আছে। করাচিতে তোমাদের কাছে কতজন আসতো ! বিশাল মাঠে টেবিল চেয়ার রাখা হত। যারা আসতো তাদের বসে বোঝানো হত। আগে তো এত জ্ঞান ছিলনা। এখন তো খুব সহজ জ্ঞান অর্জন করেছ। বাবাকেও চিনেছ। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। ওঁনার আদেশ হল - আমাকে এবং বর্সাকে স্মরণ করো। চিত্র দেখিয়ে বোঝাও। আগে তো বোঝানোর সময় শুনতে শুনতে অনেকে ধ্যান মগ্ন হয়ে যেত। সেই সময় তোমরা ছোট ছোট কুঁড়ি ছিলে। বাবার জাদুকরী ছিল । রসিতে টান দিতেন। এখন তো খুব বোঝানোর প্রয়োজন আছে। আজকাল মানুষও খুব খারাপ। ফর্ম না ভরালে পেশা জানা যাবেনা। যেমন সেই শিক্ষকেরা শিক্ষা দিয়ে থাকে ব্যারিস্টারি ইত্যাদির, তাই না ! এই বেহদের পিতা হলেন সর্বোচ্চ শিক্ষক। ঐ শিক্ষক কেবল ব্যারিস্টার তৈরি করবে। মাঝখানে দেহ ত্যাগ করলে ব্যারিস্টারি শিক্ষা শেষ। এমন তো নয় অন্য জন্মেও এই শিক্ষা চলবে। এখানে তোমরা যা কিছু কর সেসব সঙ্গে নিয়ে যাও। আত্মায় সংস্কার ভরা থাকে কিনা। হ্যাঁ, ছোট বাচ্চার কর্মেন্দ্রিয় ছোট থাকে তাই কথা বলতে পারেনা। কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কিছু করতে পারেনা কিন্তু সংস্কার তো সঙ্গে নিয়ে যায় তাই না ! এ হল অবিনাশী জ্ঞান, বড় হয়ে আবার এই জ্ঞানে আসবে। সেই আত্মা আবার নিশ্চয়ই আসবে। যেখানেই হোক কল্যাণ করবে। নিজের মাতা-পিতাকেও এই দিকে টেনে আনবে। যদিও সে ছোট বাচ্চা তবুও মাম্মা-বাবাকে দেখে ভালোবাসা টান দেবে। অর্গান বা কর্মেন্দ্রিয় ছোট হওয়ার কারণে কথা বলবেনা। কিন্তু ভালোবাসা অনুভব করবে সম-জিন্সদের (সমবয়সী) প্রতি।

সুতরাং এই জ্ঞান হল খুবই বিচিত্র, রমণীয় ও সিম্পল। কেউ তো এমনও আছে কাঁটার কাঁটা-ই থেকে যায়। সত্যযুগ হল গোলাপের ঝাড়। এখন তো সব কাঁটা । তার মধ্যে কেউ কুঁড়িতে পরিণত হচ্ছে। সদা গোলাপ তো আছে তাতেও আছে নম্বর অনুযায়ী । প্রজাতেও আসবে তাইনা। কুঁড়ি রূপে পরিণত হয়ে নিস্তেজ হয়ে শেষ হওয়া, এরকম কোনো পড়াশোনা হল না। কুঁড়ি রয়ে গেলে প্রজায় চলে যাবে। যারা ফুল হবে তারা রাজত্ব করবে। বাবা বাগানে যান বাচ্চাদের বোঝানোর জন্যে, ফুলও নিয়ে যান। যদি এখন পুরুষার্থ করে ফুলে পরিণত না হয় তবে খুব আফসোস হবে। এক

তো মাথায় বিকর্মের বোঝা আছে, তারপরে যদি সাজা খেয়ে প্রজা পদ প্রাপ্ত হয় তাহলে কি লাভ হল ? এই কথা তো বুঝতে পারো যে আমাদের দৈবী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। প্রত্যেকে বুঝতে পারবে কে কি পদমর্যাদা প্রাপ্ত করবে ? মনে মনে কথাটা থাকবে যে এই আত্মা কি পড়ছে, কি পদ প্রাপ্ত করবে ? ভালো পড়াশোনা যে করবে সে অন্তরে ভালোবাসতে থাকবে। বুঝবে, রাজত্বে আসবে।ভবিষ্যতে তোমরা সাক্ষাৎকার করবে। যারা পড়বেনা তারা আফসোস করবে। খুব কম সময় আছে। তখন আর কতটাই-বা পড়ে আত্মসাৎ করতে পারবে। বাবা বলেন সন্তান হয়ে যদি বিকর্ম করবে তবে একশত গুণ দন্ড ভোগ করতে হবে। হাজতবাসী চোরদের এইরকম পেশা হয়ে যায় - সাজা ভোগ করা, জেলে যাওয়া ।

এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ উঁচু থেকে উঁচু মহারাজা-মহারানী রূপে সূর্যবংশী হওয়ার। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। যারা পলায়ন করবে তাদের কি অবস্থা হবে ! বাবা কত সহজ করে বোঝান কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে বুঝবেনা তো উপায় প্রদানকারীর কি করনীয় থাকে ? বাবা তো বলেন ফুলে পরিণত হও, বাবাকে ভুলে যেও না। এমন বাবার হাত কখনও ছাড়বে না। মায়া অজগর গ্রাস করবে। এমন গাফিলতি করবে না যে রাজ্য ভাগ্য হারাতে হয়। তারপর কল্প কল্পান্তর এমন চলন দেখতে পাবে যেমন এখন দেখছ। কারো চলন সতোপ্রধান, কারো রজো, কারো তমো ....। ভালো বাচ্চাদের কড়া গ্রহণ লেগে যায়। অন্তরে কালিমা, বাইরে ফর্সা উজ্জ্বল। গাফিলতি থাকলে আত্মা অন্তরে কালো হয়ে যাবে। ছায়া কালো হয়, তাই বাবা বলেন এক কান দিয়ে শুনে, অপর দিয়ে বের করে দাও, ইভিল কথার জন্যে কান বন্ধ করে দাও। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১ ) সর্বদা বিকর্ম বিনাশ করার কর্মে মগ্ন থাকতে হবে। কোনও রকম বিকর্ম যেন এখন না হয়, তার খেয়াল রাখতে হবে।

২ ) মায়ার গ্রহণ থেকে সুরক্ষিত থাকতে ইভিল কথায় কান বন্ধ করতে হবে। নিজের চলন সতোপ্রধান করতে হবে। ভিতরে বাইরে পরিষ্কার থাকতে হবে।

বরদান : - অমৃতবেলার ফাউন্ডেশন দ্বারা সম্পূর্ণ দিনের দিনচর্যা সঠিক রাখতে পারা সহজ পুরুষার্থী ভব

ব্যাখা: যেমন ট্রেন লাইনে এসে দাঁড়ায় তো অটোমেটিক লাইনে চলে, তেমনই রোজ অমৃতবেলায় স্মরণের লাইনে দাঁড়িয়ে যাও। অমৃতবেলা ঠিক হলে সারা দিন ঠিক হয়ে যাবে। অমৃতবেলার ফাউন্ডেশন পাকা হলে সারা দিন স্বতঃতই সহযোগ প্রাপ্ত করতে থাকবে এবং পুরুষার্থও সহজ হয়ে যাবে। সর্বদা বাবার স্মরণে এবং শ্রীমৎ রূপী সীমারেখার ভিতরে থাকা সীতাদের শিরায় শিরায় একমাত্র রামের স্মৃতি ধ্বনিত হয়।

স্লোগান – বাবার সহযোগ ক্যাচ করতে হলে বুদ্ধিকে একাগ্র করে নাও ।